146

তারিখ 3 1 JUL 1995
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

দৈনিক বাংলা

এসএসসি ঃ প্রশ্ন ব্যাংক ব্যবস্থা বাতিলের সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে

দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, অভিভাবক এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শের ভিত্তিতে সরকার ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিতব্য এস-এসসি পরীক্ষা থেকে নৈর্ব্যক্তিক অংশের প্রশ্ন ব্যাংক ব্যবস্থা পরিহার করার সিদ্ধান্ত বহাল রেখেছে। কিন্তু গত কয়েকদিন যাবৎ কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক অংশের জন্য প্রশ্ন ব্যাংক অব্যাহত রাখার দাবীতে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শন, যানবাহন ভাংচুর এবং জাতীয় সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করছে।

সরকার আশা করছে, শিক্ষক, অভি-ভাবক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি তাদের নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন এবং

(৫-এর পৃঃ দ্রষ্টব্য)

এসএসসি ঃ প্রশ্ন ব্যাংক ব্যবস্থা বাতিলের সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে

ভবিষ্যৎ শিক্ষা সুযোগের স্বার্থে প্রশ্ন ব্যাংক ব্যবস্থা পরিহার করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝাতে চেষ্টা করবেন এবং তাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন ও জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট করা থেকে বিরত রাখার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। খবর তথ্য বিবরণীর।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইস্যুকৃত এ সম্পর্কিত প্রেস বিজ্ঞপ্তির পূর্ণ বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো ঃ

"সরকার অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছে যে গত কয়েকদিন যাবৎ মাধ্যমিক স্তরের কিছু ছাত্র-ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক অংশের জন্য প্রশ্ন ব্যাংক অব্যাহত রাখার দাবীতে বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শনসহ কোন কোন স্থানে যানবাহন চলাচলে বাঁধার সৃষ্টি এবং জাতীয় সম্পদ ভাংচুরের মাধ্যমে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে সরকার ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে আগ্রহ সৃষ্টি এবং পরীক্ষা ব্যবস্থা বস্তুনিষ্ঠ ও দুর্নীতিমুক্ত করার লক্ষ্যে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষা-বিদদের সমন্বয়ে গঠিত একটি টাস্ক ফোর্স-এর সুপারিশক্রমে ১৯৯২ সাল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশ-গ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের জন্য আবশ্যিক ও নৈর্ব্যক্তিক গণিত ব্যতীত অন্যান্য সকল বিষয়ে ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা চালু করে। এতদুদ্দেশ্যে নৈর্ব্য-ক্তিক প্রশ্ন পদ্ধতি সম্পর্কে পরীক্ষা-র্থীদিগকে আগাম অবহিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি বিষয়ে ৫০০টি নমুনা প্রশ্নের প্রশ্ন ব্যাংক প্রণয়ন করা হয়। নব প্রবর্তিত এ নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে ছাত্রদের পরিচিতির সুবিধার্থেই কেবল-মাত্র এই নমুনা প্রশ্ন ব্যাংক চালু করা হয়। তবে প্রাথমিক অবস্থায় নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে পরীক্ষার্থীদের পরিচিতি নিবিড় করার লক্ষ্যে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক অংশের প্রশ্ন উল্লিখিত ৫০০টি নমুনা প্রশ্নের প্রশ্ন ব্যাংক থেকে প্রণয়ন করা হয়। ইতিমধ্যে প্রশ্ন ব্যাংক থেকে প্রণীত প্রশ্নপত্রের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার অভিজ্ঞতা হতে লক্ষ্য করা গেছে যে পরীক্ষার্থিগণ প্রশ্ন ব্যাংকের উত্তরসমূহ আত্মস্থ করে নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষায় আশাতিরিক্ত নম্বর পেয়েও ইপ্সিত জ্ঞান অর্জন করতে পারছে না তাছাড়া এ পদ্ধতিতে নৈর্ব্য-ক্তিক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন নমুনা প্রশ্ন ব্যাংকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত সকল বিষয়াদি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের প্রবণতা কমে যাচ্ছে। ফলে, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার গুণগত মান দ্রুত নিম্নগামী হচ্ছে এবং নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ব্যবস্থার অভিপ্সিত লক্ষ্য অর্জন নিদারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষা-বিদদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মশালা ও আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাদের সুচিন্তিত পরামর্শের ভিত্তিতে ২৬-৪-৯৩ তারিখে সরকার নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা পদ্ধতির প্রশ্ন ব্যাংক ব্যবস্থা ১৯৯৬ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষা থেকে পরিহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দু'বছরের অধিক পূর্বে গৃহীত এই সিদ্ধান্ত সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থী-গণসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়। প্রশ্ন ব্যাংক ব্যবস্থা পরিহার করার ব্যাপারে সরকার কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত দেশের শিক্ষকবৃন্দ, অভিভাবক, শিক্ষা ব্যবস্থাপক ও সাংবাদিকসহ সকল শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিগণ স্বাগত জানিয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে কিছু ছাত্র-ছাত্রী প্রশ্ন ব্যাংকের বিরূপ প্রভাব অনুধাবন না করে তা অব্যাহত রাখার জন্য দীর্ঘ দু'বছর পর সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত বিক্ষোভ প্রদর্শন ও জাতীয় সম্পদের ক্ষতিসাধন করছে।

সরকার অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে পুনরায় উল্লেখ করতে চায় যে মাধ্যমিক স্তরের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বৃহত্তর ও ভবিষ্যৎ শিক্ষার স্বার্থে প্রশ্ন ব্যাংক চালু আদৌ অভিপ্রেত নয়। এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন ব্যাংকের ওপর অব্যাহত নির্ভর-শীলতা তাদের লেখাপড়ার গুণগত মান বিশেষ করে ভবিষ্যৎ উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সুযোগকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করবে।

এমতাবস্থায় সরকার দেশের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা-র্থীদের অভিভাবকবৃন্দ এবং সকল মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট আকুল আবেদন করছে যে তারা যেন তাদের নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের

শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ শিক্ষা সুযোগের স্বার্থে প্রশ্ন ব্যাংক ব্যবস্থা পরিহার করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করেন। সরকার আরো আশা করে যে তারা তাদের নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদেরকে বিক্ষোভ প্রদর্শন, জনগণের অবাধ চলাচলে বাধার সৃষ্টি এবং জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট করা থেকে বিরত রাখার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।